কবিতা

কবিঃ অমল চৌধুরী

email:

নতুন নামতা

এক এক্কে এক,
দেশের জন্য প্রাণ দিবি কি?
একটু ভেবে দেখ।

দুই এক্কে দুই,
দেশনেতাদের রক্ত নেশা
রুখতে পারিস তুই?

তিন এক্কে তিন,
শিল্প গেছে, জমিও যায়,
বাড়ছে দেশের ঋণ।

চার এক্কে চার,
বাড়ছে দেখো রাজার পুঁজি-
প্রজারা খায় মার।

পাঁচ এক্কে পাঁচ,
শিক্ষা-দীক্ষা চুলোয় গেছে-
চলছে ভূতের নাচ।

ছয় এক্কে ছয়,
গদি-তোদির যুগ রে এটা,
অনাচারের জয়।

সাত এক্কে সাত,
বেবিফুডেও ভেজাল মেলে-
কাঁকর ভরা ভাত।

আট এক্কে আট,
বাঁচতে চাইলে শিখতে হবে
ঝান্ডা ধরার পাঠ।

নয় এক্কে নয়,
দেশের ভাল ভাবতে গেলে
জান যাবে নিশ্চয়।

দশ এক্কে দশ,
দেশের কথা না ভেবে হও
নৈরাজ্যের বশ।

সরস্বতী রাজহংস সংবাদ

সরস্বতীঃ হাঁস তুই তৈরি তো রে?
আবারও এসেছে ডাক-
মর্ত্যে আমার পুজো,
শোন ঐ বাজছে রে শাঁখ।

রাজহংসঃ ক্ষ্যামা দে মা রে আমার,
এবারে যাবো না গো-
মরণের পাচ্ছি যে ভয়,
রক্ষো, আমায় মাগো।

সঃ শীতটা জোর পড়েছে-
তাই বুঝি পাচ্ছিস ভয়,
তুইতো দেবীর বাহন,
তোর আবার শীতের কি ভয়?

রাঃ না গো মা, সে কথা নয়,
না যাবার অন্য কারণ,
পাখীদের প্রাণ সংশয়-
তাইতো যেতে বারণ।

সঃ ওখানে দূষণ ভারী,
কথাটা মিথ্যা তো নয়,
খাদ্যেও ভেজাল বড়,
মিথ্যা নয় তোর ভয়।

রাঃ বার্ড-ফ্লু করছে তাড়া
সংবাদ রাখোনা কিছু?

রোগ বা গলা টেপা-
মৃত্যু আগুপিছু।
মাগো তোর রাখরে বীণা,
ধর রে ছুরি কষে,
বৃথা তোর পূজা নেওয়া,
মাচাতে বসে বসে।

সঃ ছড়াবো (চল) রোগ জীবাণু-
নরাধম পশুর দলে,
মরুক ওরা গলা টেপায়,
নিজেদের যাঁতা কলে।
পাখিদের গলা টেপা!
অচ্ছুৎ ওদের রীতি!
(ওরা) মরলে বাঁচবে আবার
সুস্থ সংস্কৃতি।